তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৫০

সমন্বিত প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহযোগিতা নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যাপক প্রসারে কার্যকর অবদান রাখবে

-- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, সমন্বিত প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহযোগিতা নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যাপক প্রসারে কার্যকর অবদান রাখবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পদ মূল্যায়নে উন্নত দেশের সহযোগিতা প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও সম্মিলিতভাবে কাজ করা আবশ্যক।

প্রতিমন্ত্রী আজ অনলাইনে ‘Third Ministerial Meeting of the COP26 Energy Transition council (CoP26 ETC)’ -এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের পর সাইড ইভেন্ট ‘Clean Power and Green Grids’ -এ বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ পরিচ্ছন্ন জ্বালানির প্রসারে সকলের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে চায়। বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার পরিমাণ কমে আসছে। ইতোমধ্যে ৮ হাজার ৪৫১ মেগাওয়াটের ১০টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে। সৌরবিদ্যুতের জন্য কম জমি লাগে এমন প্রযুক্তি প্রয়োজন। অফশোর বায়ু এবং সামুদ্রিক জ্বালানির ম্যাপিং করে মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ পেতে অভিজ্ঞ দেশ ও Energy Transition Council’র প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহযোগিতা পেলে কাক্সিক্ষত ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বর্জ্য বিদ্যুৎ, বায়ু বিদ্যুৎ, ওশান এনার্জি হতে বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণায় Energy Transition Council -এর সহযোগিতাকে স্বাগত জানানো হবে। প্রাথমিক বিনিয়োগ পেলে এসব উৎস থেকেও অনেক বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হতে পারে। অন্তত পাইলটভিত্তিতে প্রকল্প নেয়া যেতে পারে।

COP26 Energy Transition council (CoP26 ETC)-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হ'ল বৈশ্বিক নেতৃত্বকে একত্রিত করে এনার্জি ট্রানজিশনকে ত্বরান্বিত করা এবং পরিষ্কার জ্বালানির জন্য অর্থায়নকে সহজ করা। ETC ফোকাস দেশগুলো হলো -বাংলাদেশ, মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, লাওস, মরক্কো, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

CoP26 ETC এর সহ -সভাপতি Damilola Ogunbiyi -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে ইন্দোনেশিয়ার জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী Arifin Tasrif, মিশরের বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি মন্ত্রী Dr. Mohamed Shaker El-Markabi, নাইজেরিয়ার বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী Goddz Jedz Agba, লাওসের জ্বালানি ও খনি সম্পর্কিত উপমন্ত্রী Dr Sinava Souphanouvong, কেনিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন্স, দক্ষিণ আফ্রিকা, মরক্কো ও ভিয়েতনামের প্রতিনিধি সংযুক্ত থেকে বক্তব্য রাখেন। #

আসলাম/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২২৫৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩২৪৯

**চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ প্রতিরোধে চলমান কঠোর লকডাউনের ত্রয়োদশ দিনে আজ চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় কর্মহীন, হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারি বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও অর্থ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

বান্দরবান জেলা প্রশাসন কর্তৃক আজ জেলার ১৮০টি অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণ গ্রহিতাদের মধ্যে ছিল বিদ্যুৎ ও বাজার শ্রমিক, পঙ্গু এবং ভিক্ষুক পরিবারের সদস্যরা। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিলো ১০ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ লিটার তেল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি লবণ ও ১ কেজি চিড়া।

এদিকে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা মগবান ইউনিয়নে আজ ৩৮১ জন অসহায় ও হতদরিদ্র ব্যক্তির মাঝে  জনপ্রতি ৫০০ টাকা হারে মোট ১ jvL ৯০ হাজার ৫০০ টাকা নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। এসময় রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নাসরিন সুলতানা উপস্থিত ছিলেন। নানিয়ারচর উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় আজ করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ জন খামারীর মাঝে গো-খাদ্য বিতরণ করেছে উপজেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস।   
গো-খাদ্য হিসেবে খামারীদের মাঝে ২ কেজি ভুসি, ২ কেজি খৈল, ১ কেজি গুড় ও ১ কেজি লবণ বিতরণ করা হয়।

লক্ষ্মীপুর জেলায় আজ জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ৫০০ পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। খাদ্যসামগ্রী হিসেবে প্রতি পরিবারকে ১০ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি লবণ ও ১ লিটার সয়াবিন তেল প্রদান করা হয়।

নোয়াখালী জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আজ ১০ কেজি হারে ১০ হাজার দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে ১০০ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করেছে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস।

#

ফয়সল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৪৮

**কতিপয় নিয়ম মেনে ঈদ-উল-আযহার নামাজের জামায়াত আয়োজন করতে হবে**

**-- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স¦াস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক কতিপয় শর্তসাপেক্ষে ১৪৪২ হিজরি/২০২১ সালের ঈদ-উল-আযহার নামাজের জামায়াত আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

দেশে করোনা ভাইরাসজনিত (কোভিড-১৯) সংক্রমণ পরিস্থিতি বিবেচনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক কতিপয় বিধি-নিষেধ আরোপ করে ইতোপূর্বে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর স্থানীয় পরিস্থিতি ও মুসল্লিদের জীবন-ঝুঁকি বিবেচনা করে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা ও সমন্বয় করে যথোপযুক্ত বিবেচিত হলে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক ঈদুল আযহা ২০২১ (১৪৪২ হিজরি) এর জামায়াত মসজিদ, ঈদগাহ বা খোলা জায়গায় আয়োজনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

মসজিদে ঈদের নামাজ আয়োজনের ক্ষেত্রে কার্পেট বিছানো যাবে না। নামাজের পূর্বে সম্পূর্ণ মসজিদ জীবাণুমুক্ত করতে হবে। মুসল্লিগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বে জায়নামাজ নিয়ে আসবেন। প্রত্যেককে নিজ নিজ বাসা থেকে ওযু করে মসজিদ ও ঈদগাহে আসতে হবে এবং ওযু করার সময় কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধ নিশ্চিতকল্পে মসজিদ ও ঈদগাহে ওযুর স্থানে সাবান, পানি ও হ্যান্ডস্যানিটাইজার রাখতে হবে। মসজিদ ও ঈদগাহ মাঠের প্রবেশদ্বারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ সাবান ও পানি রাখতে হবে। ঈদের নামাজের জামায়াতে আগত মুসল্লিকে অবশ্যই মাস্ক পরে আসতে হবে। মসজিদে সংরক্ষিত জায়নামাজ ও টুপি ব্যবহার করা যাবে না। ঈদের নামাজ আদায়ের সময় কাতারে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি অবশ্যই অনুসরণ করে দাড়াতে হবে এবং এক কাতার অন্তর অন্তর কাতার করতে হবে।

শিশু, বয়োবৃদ্ধ, অসুস্থ ব্যক্তি এবং অসুস্থদের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের ঈদের নামাজের জামায়াতে অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। সর্বসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধ নিশ্চিতকল্পে ঈদের জামায়াত শেষে কোলাকুলি এবং পরস্পর হাত মেলানো পরিহার করতে হবে। করোনা মহামারির এ বৈশ্বিক মহাবিপদ হতে রক্ষা পেতে বেশি বেশি তওবা, আস্তাগফিরুল্লাহ ও কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে এবং আমাদের কৃত অন্যায়-অপরাধের জন্য ঈদের নামাজ শেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। খতিব, ইমাম, মসজিদ ও ঈদগাহ পরিচালনা কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসন জারিকৃত নির্দেশনাগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে, উল্লিখিত নির্দেশনা লঙ্ঘিত হলে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধে স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট মসজিদের পরিচালনা কমিটিকে উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

#

আনোয়ার/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২২২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩২৪৭

**টোকিও অলিম্পিকে বাংলাদেশ ভালো ফলাফল অর্জন করবে বলে আশাবাদ যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

আগামী ২৩ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য টোকিও অলিম্পিকে বাংলাদেশের অ্যাথলেটরা ভালো ফলাফল অর্জন করবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল । তিনি আজ ঢাকায় জাপান দূতাবাস আয়োজিত টোকিও অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে  এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় মতবিনিময়কালে  এ মন্তব্য করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ক্রীড়াবান্ধব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও আন্তরিক দিকনির্দেশনায় দেশের ক্রীড়াঙ্গন নতুন নতুন ইতিহাস রচনা করে চলেছে।  এবার সময় এসেছে বিশ্ব অলিম্পিকে স্বর্ণজয়ের ইতিহাস রচনা করার। দেশের আর্চার রোমান সানা ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অলিম্পিক গেমসে সরাসরি অংশগ্রহণের গৌরব অর্জন করেছে। আশা করা যায়,  বাংলাদেশ আসন্ন টোকিও অলিম্পিকে তাদের সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে দেবে এবং বিশ্বমঞ্চে লাল সবুজের পতাকা উড়াতে সমর্থ হবে।

অনুষ্ঠানে জাপানি রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি টোকিও অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ দলকে জাপান সরকারের পক্ষ হতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

টোকিও অলিম্পিকে বাংলাদেশ থেকে অংশ নেবেন ৬ জন। তারা হলেন দুই আর্চার রোমান সানা ও দিয়া সিদ্দিকী, দুই সাঁতারু আরিফুল ইসলাম ও জুনাইনা আহমেদ, অ্যাথলেট জহির রায়হান ও শ্যুটার আব্দুল্লাহ হেল বাকি।

ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আখতার হোসেন ও বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজা,  বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ,  কোচ ও অলিম্পিকে মনোনীত অ্যাথলেটবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০৫৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩২৪৬

**ঢাকা বিভাগে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

করোনা ভাইরাস মহামারির প্রেক্ষিতে মানবিক সহায়তা হিসেবে সরকারের পক্ষ হতে দেশব্যাপী ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গতকাল ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

ঢাকা জেলায় ত্রাণ হিসেবে ২ লাখ টাকা নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় এবং ১০০ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়। এছাড়া ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ১৪১ দশমিক ৫০০ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়।

নরসিংদী জেলায় ত্রাণ হিসেবে ২৪ দশমিক ২০০ মেট্রিক টন চাল এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ১৯০ দশমিক ২০০ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়।

ফরিদপুর জেলায় প্রাণ হিসেবে ১১ দশমিক ০০০ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়।

সংশ্লিষ্ট  জেলার  জেলা তথ্য অফিসসমূহ ঢাকা বিভাগীয়  তথ্য অফিসের মাধ্যমে  এসব তথ্য জানিয়েছে।

#

আনোয়ার/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৪৫

**ঈদকে সামনে রেখে ১ হাজার ১৮০ জন শিক্ষক কর্মচারীর**

**কল্যাণ সুবিধার ৫২ কোটি ৬০ লাখ টাকা ছাড়**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

আসন্ন কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ ১ হাজার ১ শত ৮০ জন শিক্ষক কর্মচারীর কল্যাণ সুবিধা বাবদ ৫২ কোটি ৬০ লাখ টাকা ছাড় করেছে। আজ উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে ছাড় করা হয়।

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ করোনার মহাদুর্যোগে কঠিন লকডাউনের মধ্যেও রাষ্ট্রিীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় আসন্ন কোরবানির ঈদের পূর্বেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের হাতে কল্যাণ সুবিধার টাকা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সকল ছুটি বাতিল করা হয়।

আজ কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব এবং ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান ও মাউশির মহাপরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে ১ হাজার ১ শত ৮০ জন শিক্ষক কর্মচারীর কল্যাণ সুবিধার ৫২ কোটি, ৬০ লাখ, ৫৭ হাজার, ১৩১ টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে ছাড় করা হয়েছে। ইএফটির মাধ্যমে আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যেই উল্লিখিত শিক্ষক কর্মচারীদের স্ব স্ব ব্যাংক একাউন্টে তাদের টাকা পৌঁছে যাবে বলে শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

এ ছাড়া, গত ১৬ জুন ৫৭১ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ সুবিধা বাবদ ২৪ কোটি ৯৭ লাখ ৮৭ হাজার ৯৫০ টাকা ছাড় করা হয়।

উল্লেখ্য করোনাকালীন ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে ১৩ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শিক্ষক কর্মচারীকে কল্যাণ সুবিধার টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ১২ হাজার ৭ শত ৪৮ জন শিক্ষক কর্মচারীকে ৫৬৪ কোটি ৯ লাখ ৭০ হাজার ৭৪৩ টাকা কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

#

বাশার/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৪৪

**কৃষি হবে সমৃদ্ধ ও দুর্বার**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ। কৃষির উন্নয়ন হলেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন হবে। সেজন্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ক্রমাগতভাবে কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সার, সেচ, বীজসহ কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করে কৃষকের দোরগোড়ায় অব্যাহতভাবে পৌঁছে দিচ্ছে। শ্রমিক সংকট নিরসন ও উৎপাদন খরচ কমাতে কৃষকদেরকে দিচ্ছে ৫০-৭০ ভাগ ভর্তুকিতে কৃষিযন্ত্র। এর ফলে আগামী দিনের কৃষি হবে যান্ত্রিক, আধুনিক ও বাণিজ্যিক। কৃষি হবে সমৃদ্ধ, দুর্বার ও লাভজনক, যার মাধ্যমে কৃষক ও গ্রামীণ মানুষের জীবনমান আরো উন্নত হবে।

মন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে ভার্চুয়ালি টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলায় কৃষকদের মাঝে কৃষিযন্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

সরকারের সময়োপযোগী উদ্যোগের ফলে করোনাকালে দেশে খাদ্য নিয়ে কোন সংকট হয়নি উল্লেখ করে ড. রাজ্জাক বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে সামনের দিনগুলোতেও কৃষি উৎপাদন কমার কোন সুযোগ নেই। করোনার চলমান ঢেউয়ে সংক্রমণ দ্রুত বাড়ছে। তারপরও আশা করা যায়, ভবিষ্যতে দেশে খাদ্য সংকট হবে না।

অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় ১২০জন সিআইজি কৃষকদেরকে পাওয়ার টিলার, পাওয়ার থ্রেসার, স্প্রে মেশিনসহ বিভিন্ন কৃষিযন্ত্র প্রদান করা হয়। এনএটিপি-২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ইউনিটের পরিচালক আজহারুল ইসলাম সিদ্দিকী, টাঙ্গাইলের উপপরিচালক আহসানুল বাসার, মধুপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীমা ইয়াসমিন, পৌর মেয়র সিদ্দিক হোসেন খান, উপজেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষের জীবনের সুরক্ষায় ও জীবিকা নিশ্চিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। পৃথিবীর অনেক দেশ এখনও করোনার ভ্যাকসিন সংগ্রহ করতে পারেনি; সেখানে প্রধানমন্ত্রী শুরুতেই দেশের মানুষের জন্য ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করেছেন। মাঝখানে কিছুটা সংকট হলেও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে টিকাসংকট কেটে গেছে। এখন আবার সারাদেশে ভ্যাকসিন দেয়া শুরু হয়েছে। একই সাথে, দেশেও ভ্যাকসিন তৈরির চেষ্টা চলছে। আশা করা যায়, এটিতেও দেশ সফল হবে।

#

কামরুল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩২৪৩

**কোভিড**-**১৯** **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪১ হাজার ৭৫৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১২ হাজার ১৯৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১০ লাখ ৪৭ হাজার ১৫৫ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ২০৩ জন-সহ এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৮৪২ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৮ লাখ ৮৯ হাজার ১৬৭ জন।

#

ফেরদৌস/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৪২

**১৯ জুলাই এর মধ্যে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধে মালিকদের আহ্বান শ্রম প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

আগামী ১৯ জুলাই এর মধ্যে শ্রমিকদের বেতন-বোনাসসহ সকল পাওনা পরিশোধে মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। তিনি বলেছেন, ঈদের সরকারি ছুটির সাথে মিলিয়ে গার্মেন্টসসহ সকল শিল্প খাতের শ্রমিকদের বদলি ছুটি পাওনা থাকলে কারখানা পর্যায়ে মালিক-শ্রমিক সমন¦য় করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

আজ রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনের সম্মেলনকক্ষে আরএমজি বিষয়ক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ-টিসিসি'র সভায় সভাপতির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, গণটিকার আওতায় ৩৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের শ্রমিকদের টিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে শ্রম মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই ৩৫ বছরের কম বয়স্ক শ্রমিকদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে করোনা টিকার ব্যবস্থা করা হবে। সভায় উপস্থিত মালিক প্রতিনিধিগণ জানিয়েছেন প্রায় শতভাগ কারখানার শ্রমিকদের গত জুন মাসের বেতন পরিশোধ হয়েছে।

মন্নুজান সুফিয়ান বলেন, সরকার ঈদে মানুষের যাতায়াত, কোরবানি কেনাবেচা নির্বিঘ্ন করতে আগামী

১৫ থেকে ২২ জুলাই পযর্ন্ত কঠোর বিধিনিষেধ শিথিল করেছে। তাই বলে গাদাগাদি করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল না করতে শ্রমিকদের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন সকলে কষ্ট করে হলেও মাস্ক পরুন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। এতে সবাই যেমন নিরাপদ থাকবে, দেশও নিরাপদে থাকবে।

সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালাম, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মো. নাসির উদ্দীন আহমেদ, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গৌতম কুমার, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমেদ, বিজিএমইএ এর সহসভাপতি মো. নাছির উদ্দিন, বিকেএমইএ এর সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি নুর কুতুব আলম মান্নান, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান, শ্রমিক নেতা সিরাজুল ইসলাম রনি, নাজমা আক্তারসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার কর্মকর্তা, মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

#

আকতারুল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৪১

**খুলনা বিভাগে করোনাকালীন অসহায় জনগোষ্ঠীর মাঝে ত্রাণ বিতরণ**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ প্রতিরোধে চলমান কঠোর লকডাউনের মধ্যে আজ খুলনা বিভাগের কুষ্টিয়া ও মাগুরা জেলায় অসহায়, কর্মহীন ও বিভিন্ন শ্রেণির প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে সরকারি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ ভিজিএফ (খাদ্যশস্য) বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় ২ হাজার টি উপকারভোগী পরিবারের মাঝে ২০ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়। এছাড়া ১ হাজার ২০০ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মধ্যে ২ মেট্রিক টন চাল এবং ৪০ জন উপকারভোগীর মাঝে নগদ ৪০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়। ৩৩৩ হেল্পলাইনে ফোন করলে আরো ৬০ টি পরিবারের মাঝে প্রতিটিকে ১০ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি পেঁয়াজ, ১ লিটার তেল, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি লবণ ও ১ টি সাবান দেয়া হয়েছে।

অপরদিকে, মাগুরা জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের উদ্যোগে আজ ভিজিএফ (খাদ্যশস্য) বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় আরো ৩ হাজার টি উপকারভোগী পরিবারের প্রত্যেকটির মাঝে ১০ কেজি করে চালের প্যাকেট বিতরণ করা হয়। এছাড়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে ১০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়।

#

দীপংকর/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩২৪০

**কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে সকলকে আরো সচেতন হতে হবে**

**--- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধ এবং নিয়ন্ত্রণে সকলকে আরো সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন উপকারভোগী ও সংস্কৃতিসেবীদের মধ্যে চেক, অনুদান, হুইল চেয়ার‌ এবং হিয়ারিং এইড বিতরণ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংক্রমণ যেন আর বৃদ্ধি না পায় সে জন্য জনগণকে আরো সতর্ক থাকতে হবে। আসন্ন ঈদে এই সংক্রমণ রোধে সকলকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। প্রতিমন্ত্রী এসময় জনসমাগম যথাসম্ভব পরিহার করার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সকলেরই দায়বদ্ধতা রয়েছে। এজন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে একযোগে কাজ করতে হবে।

ফরহাদ হোসেন আরো বলেন, সরকার করোনাকালীন দুস্থ ও অসহায়দের মাঝে খাদ্য ও ত্রাণ সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে যাতে কাউকে দুর্ভোগ পোহাতে না হয়। এসবের পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রম ও চলমান রয়েছে। সবাই যেন দ্রুত আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে সেজন্য সকলকে আন্তরিকতার সাথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। তিনি আরো বলেন, মাস্ক না পড়া অপরাধের শামিল। কারণ মাস্ক না পড়লে নিজে যেমন কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি অন্যকেও রোগে সংক্রমিত করার ঝুঁকি থাকে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোঃ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পিপি এ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, জাতীয় মহিলা সংস্থা, মেহেরপুরের চেয়ারম্যান শামীম আরা হীরা, মেহেরপুর সদরের উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মেহেরপুর জেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ মেহেরপুরের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন।

#

শিবলী/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩২৩৯

আগামীকাল মধ্যরাত থেকে ২৩ জুলাই সকাল ছয়টা পর্যন্ত নৌযান চলবে

**২৩ জুলাই সকাল ছয়টা থেকে ৫ আগস্ট দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত যাত্রীবাহী নৌযান চলাচল বন্ধ থাকবে**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

ধারণক্ষমতার অর্ধেক যাত্রী নিয়ে এবং যাত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের মাস্ক পরিধান ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে আগামীকাল মধ্যরাত থেকে ২৩ জুলাই ২০২১ সকাল ছয়টা পর্যন্ত নৌযান পরিচালনার অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।

পবিত্র ঈদ-উল আযহা উদযাপন, জনসাধারণের যাতায়াত, ঈদ পূর্ববর্তী ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে বিআইডব্লিউটিএ আজ নৌযান পরিচালনা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে এ অনুরোধ জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয়, করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) জনিত রোগ সংক্রমণের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ২৩ জুলাই ২০২১ সকাল ছয়টা থেকে ৫ আগস্ট ২০২১ দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ নৌপথে সকল ধরণের যাত্রীবাহী নৌযান (লঞ্চ, স্পিডবোট, ট্রলার ও অন্যান্য) চলাচল বন্ধ থাকবে।

অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী যাত্রীবাহী নৌযানের মালিক, মাস্টার, ড্রাইভার, স্টাফ, যাত্রীসাধারণ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে উক্ত নির্দেশনা মেনে চলতে বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

#

জাহাঙ্গীর/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৩৮

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূলবার্তা :**

‘১৫ জুলাই ২০২১ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা-পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়’।

#

সজল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮৫১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                             নম্বর : ৩২৩৭

**দেশব্যাপী ডিজিটাল কোরবানির হাট উদ্বোধন করলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

দেশব্যাপী ডিজিটাল কোরবানির হাট উদ্বোধন করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম ।

আজ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন (ই-ক্যাব)-এর যৌথ উদ্যোগে  এবং এটুআই এর কারিগরি সহায়তায় আয়োজিত এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত হয়ে কোরবানির এ অনলাইন হাটের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে সংযুক্ত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদ এবং এটুআই-এর প্রকল্প প্ররিচালক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান। এটুআই এর যুগ্ম প্রকল্প পরিচালক ড. দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির অনুষ্ঠানে অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন। ই-ক্যাবের সভাপতি শমী কায়সার অনুষ্ঠানে ডিজিটাল হাটের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন, ই-ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ তমাল ভিডিও উপস্থাপনের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেন এবং এটুআই এর ই-কমার্স প্রধান রেজোয়ানুল হক জেমি ডিজিটাল হাটের বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, ‘করোনা সংক্রমণ রোধে সবাইকে জনসমাগম থেকে দূরে থাকতে হবে। এজন্য ডিজিটাল ব্যবস্থাকে রপ্ত করতে হবে এবং সেটা কাজে লাগাতে হবে। সাধারণ মানুষও এখন ডিজিটাল ব্যবস্থায় ‍যুক্ত হতে পারছে। এ বাস্তবতায় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ডিজিটাল হাট সময়োপযোগী উদ্যোগ। এবছর মোট কোরবানির পশুর ২৫ শতাংশ ডিজিটাল ব্যবস্থায় বিপণনে সরকারের লক্ষ্য রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ১১৬ কোটি টাকা মূল্যের ১ লাখ ৫৭ হাজার গবাদিপশু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ‍বিক্রয় হয়েছে।

করে উৎপাদিত দুধ, ডিম, মাংস ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ডিজিটাল ব্যবস্থা অনেক সহায়তা করেছে।

অনুষ্ঠানে সংযুক্ত প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে মন্ত্রী যোগ করেন, “কোরবানি সামনে রেখে কোনভাবেই যেন করোনার সংক্রমণ বাড়তে না পারে। সে জন্য অধিক জনসমাগমে মানুষ যাতে না যায়, সেজন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। খামারিদেরকে সহায়তা করতে হবে। তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

উল্লেখ্য, করোনা সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী সকল জেলা-উপজেলার কোরবানির পশু ক্রেতা-বিক্রেতাদের একই প্ল্যাটফর্মে আনার লক্ষ্য নিয়ে দেশব্যাপী ডিজিটাল হাট চালু করা হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও ই-ক্যাবের যৌথ উদ্যোগে এবং এটুআই এর কারিগরি সহায়তায় এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর আওতায় [www.digitalhaat.net](http://www.digitalhaat.net/) প্ল্যাটফর্মে সারাদেশের ২৪১টি ডিজিটাল হাট যুক্ত করা হয়েছে।

#

ইফতেখার/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৩৬

**টেকসই জ্বালানি মিশ্রণে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ জ্বালানির অংশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে**

**-- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, টেকসই জ্বালানি মিশ্রণে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ জ্বালানির অংশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানিও এ জ্বালানি মিশ্রণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আজ অনলাইনে মালয়েশিয়ার সাথে বাংলাদেশের এলএনজি সরবরাহে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান অনুসারে ২০৪১ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনেই প্রতিদিন গ্যাসের প্রয়োজন হবে ৩ হাজার ১৫০ মিলিয়ন ঘনফুট। কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ কমে যাচ্ছে। অনুসন্ধান কার্যক্রম বৃদ্ধি করার সাথে সাথে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানিকেও গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। বর্তমানে দুটি এফএসআরইউ রয়েছে এবং একটি স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার নেপথ্যের কারিগর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। তাই সরকার জ্বালানি নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী এসময় বলেন, ভ্রাতৃপ্রতিম মালয়েশিয়ার সাথে কর্মসংস্থান শ্রমিক, পর্যটন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, মানব পাচার ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি, সমঝোতা চুক্তি, প্রোটোকল দ্বারা ২০টি চুক্তি রয়েছে। আজকের এই সমঝোতা স্মারক জ্বালানি সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ইউনিটের এলএনজি সরবরাহে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। এতে বাংলাদেশের পক্ষে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এবং মালয়েশিয়ার পক্ষে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অর্থনৈতিক বিভাগের মন্ত্রী Mustapa Mohamed স্বাক্ষর করেন।

বাংলাদেশের বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এবং মালয়েশিয়ার পেট্রোনাস এলএনজি লিমিটেড ও গ্লোবাল এলএনজি এসডিএন সম্মিলিতভাবে বাণিজ্যিক শর্তাদি চূড়ান্ত করে পরবর্তী কার্যক্রম সম্পাদন করবে। নন-বাইন্ডিং এই সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ প্রাথমিকভাবে দুই বছর হবে। উভয় পক্ষের সম্মতিতে মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে।

ভার্চুয়াল এই অনুঠানে অন্যান্যের মাঝে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অর্থনৈতিক বিভাগের মন্ত্রী মুস্তপা মোহামেদ ছাড়াও মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোঃ গোলাম সারোয়ার ও বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রদূত Puan Haznah Md. Hashim সংযুক্ত থেকে বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩২৩৫

**বিদেশগামী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের করোনা ভ্যাক্সিন গ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত নির্দেশনা**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

বিদেশে অধ্যয়নরত কিন্তু করোনা মহামারির কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থানরত এবং বিদেশে শিক্ষালাভে ইচ্ছুক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের করোনা ভ্যাক্সিন গ্রহণের রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আবেদন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা গ্রহণ করবে।

সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (পাসপোর্ট, ভিসা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বৈদেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি কনফারমেশন ডকুমেন্ট/ছাত্রত্ব প্রমাণের সনদ/স্টুডেন্ট আইডি) স্ক্যান পূর্বক একটি ZIP/PDF ফাইলে নিম্নলিখিত ইমেইল এ আগামী ১৩ জুলাই হতে ২৭ জুলাই এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ হয়েছে। ইমেইলের বিষয় (Subject) হিসেবে ‘Application for COVID-19 vaccination for students studying abroad (Passport No.)’উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনকারীকে (https://forms.gle/6hN5a7P4bHX6r9AS9) গুগল ফর্মটি যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

শুধুমাত্র উপরে উল্লেখিত এর নির্দেশাবলী সঠিকভাবে পালন পূর্বক প্রেরিত আবেদন গৃহীত হবে। আবেদনের পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবস পর সুরক্ষা অ্যাপে/ওয়েবপোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

যে কোনো প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য প্রদত্ত ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

#

তাসনিমা/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২১/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৩৪

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হল :

**মূলবার্তা :**

কোরবানির পশু ক্রয়ের জন্য ভিজিট করুন www.digitalhaat.net আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

#

অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২১/১৫৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৩৩

**অনলাইনের পাশাপাশি সারাদেশে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বসবে পশুরহাট**

**-স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই):

আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে অনলাইনের পাশাপাশি যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি এবং সরকারি অন্যান্য নির্দেশনা মেনে সারাদেশে কোরবানির পশুর হাট বসানো হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম।

আজ স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে অনলাইনে আয়োজিত পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে পশুরহাট ব্যবস্থাপনা, নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি ও পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি পর্যালোচনায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, মুসলমানদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা। এর সাথে মানুষের আবেগ-অনুভূতি জড়িত। তাই বিভিন্ন প্রতিকূলতা, দুর্যোগ-দুর্বিপাকেও এগুলোকে পরিহার করা সম্ভব হয় না। গত বছর করোনা মহামারির মধ্যেও সরকার থেকে পশুর হাট বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো। এবছর করোনার প্রাদূর্ভাব বেশি থাকা সত্বেও সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে পশুর হাট বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

তিনি জানান, কোরবানির পশুর হাটে ক্রেতা-বিক্রেতাদের একমুখী চলাচল থাকতে হবে অর্থাৎ প্রবেশপথ এবং বহির্গমন পথ পৃথক করতে হবে। পাশাপাশি হাটে আগত সকলে যাতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে তা নিশ্চিত করতে হবে। ক্রেতা-বিক্রেতা প্রত্যেকের তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র এবং হাত ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত বেসিন, পানি এবং জীবাণুনাশক সাবান রাখার নির্দেশনা দেন মন্ত্রী। এছাড়া, পশু কোরবানির পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে বর্জ্য অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন তিনি।

অনলাইনে পশু ক্রয়-বিক্রয়ে মানুষকে উৎসাহী করার আহ্বান জানিয়ে মো. তাজুল ইসলাম বলেন, অনলাইনের মাধ্যমে পশু কেনা-বেচার জন্য সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। একই সাথে অনলাইনের পাশাপাশি স্বশরীরে পশুর হাট যেন যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিচালনা করা হয় সেজন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় এমন স্থানে পশুর হাট বসানো যাবে না উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এ নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তিনি বলেন, পশু ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি জানতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে জনগণকে সচেতন করার জন্য টিভিতে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এছাড়া, পশু ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থাপনা, কোরবানি এবং বর্জ্য অপসারণের বিষয়েও স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। গাইডলাইন যথাযথ অনুসরণ করে এই কাজগুলো নির্বিঘ্নে করা সম্ভব হবে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, সারাদেশে স্বশরীরে পশুর হাট গুলোতে সার্বিক বিষয় তদারকির জন্য জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বার, পৌরসভার মেয়র, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে সাধারণ মানুষের নিবিড় সম্পর্ক এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকে। তাই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সরকারি নির্দেশনা সঠিকভাবে পালন করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, এ বছর করোনা সংক্রমণের হার অনেক বেশি। তা সত্বেও কিন্তু পশুর হাটে পশু ক্রয়-বিক্রয় হবে। কোরবানি যতটা সম্ভব নির্বিঘ্নে করা যায় সে জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে বলে সভায় জানানো হয়।

অনলাইন সভায়, সকল সিটি কর্পেরেশনের মেয়র, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিবসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশ নেন।

#

হায়দার/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২১/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩২৩২

**১৫ জুলাই থেকে ২৩ জুলাই সকাল ৬টা পর্যন্ত সকল বিধি-নিষেধ শিথিল**

**২৩ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত পুনরায় কঠোর বিধি-নিষেধ**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

পবিত্র ঈদুল আযহা উদ্‌যাপন, জনসাধারণের যাতায়াত, ঈদ পূর্ববর্তী ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, দেশের   
আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে আগামী ১৪ জুলাই মধ্যরাত থেকে ২৩ জুলাই সকাল ৬টা পর্যন্ত পূর্বে আরোপিত সকল বিধি-নিষেধ শিথিল করেছে সরকার। তবে, এ সময়ে সর্বাবস্থায় জনসাধারণকে সতর্কাবস্থায় থাকা এবং মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

পাশাপাশি করোনাভারাসজনিত রোগ সংক্রমণের পরিস্থিতি বিবেচনায় বেশ কিছু শর্তাবলি সংযুক্ত করে   
২৩ জুলাই সকাল ৬টা হতে ৫ আগস্ট দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

শর্তসমূহ হলো :

* সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি অফিসসমূহ বন্ধ থাকবে;
* সড়ক, রেল ও নৌ-পথে গণপরিবহন (অভ্যন্তরীণ বিমানসহ) ও সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে;
* শপিংমল ও মার্কেটসহ সকল দোকানপাট বন্ধ থাকবে;
* সকল পর্যটন কেন্দ্র, রিসোর্ট, কমিউনিটি সেন্টার ও বিনোদন কেন্দ্র বন্ধ থাকবে;
* সকল প্রকার শিল্প-কলকারখানা বন্ধ থাকবে;
* জনসমাবেশ হয় এ ধরনের সামাজিক [বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান (ওয়ালিমা), জন্মদিন, পিকনিক, পার্টি ইত্যাদি], রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বন্ধ থাকবে;
* বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আদালতসমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে;
* ব্যাংকিং, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে;
* সরকারি কর্মচারীগণ নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করবেন এবং দাপ্তরিক কাজসমূহ ভার্চুয়ালি (ই-নথি, ই-টেন্ডারিং, ই-মেইল, SMS, WhatsApp-সহ অন্যান্য মাধ্যম) সম্পন্ন করবেন;
* আইনশৃঙ্খলা এবং জরুরি পরিষেবা, যেমন-কৃষি পণ্য ও উপকরণ (সার, বীজ, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি), খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য পরিবহণ ও বিক্রয়, ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্যসেবা, কোভিড-১৯ টিকা প্রদান, জাতীয় পরিচয় পত্র (এন আই ডি) প্রদান কার্যক্রম, রাজস্ব আদায় সম্পর্কিত কার্যাবলি, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, টেলিফোন ও ইন্টারনেট (সরকারি-বেসরকারি), গণমাধ্যম (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া), বেসরকারি নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ডাক সেবা, ব্যাংক, ভিসা সংক্রান্ত কার্যক্রম, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা (পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সড়কের বাতি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রম), সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, ফার্মেসি ও ফার্মাসিউটিক্যালসহ অন্যান্য জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের কর্মচারী ও যানবাহন প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে যাতায়াত করতে পারবে;

চলমান পাতা/২

-২-

* বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় খোলা রাখার বিষয়ে অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;
* জরুরি পণ্য পরিবহনে নিয়োজিত ট্রাক, লরি ও কাভার্ড ভ্যান, নৌযান, পণ্যবাহী রেল ও ফেরি এ নিষেধাজ্ঞার আওতাবহির্ভূত থাকবে;
* বন্দরসমূহ (বিমান, সমুদ্র, নৌ ও স্থল) এবং তৎসংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ এ নিষেধাজ্ঞার আওতাবহির্ভূত থাকবে;
* কাঁচাবাজার এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠন, বাজার কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি নিশ্চিত করবে;
* অতি জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত (ঔষধ ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়, চিকিৎসা সেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না। নির্দেশনা অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
* টিকা কার্ড প্রদর্শন সাপেক্ষে টিকা গ্রহণের জন্য যাতায়াত করা যাবে;
* খাবারের দোকান, হোটেল-রেস্তোরাঁ সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খাবার বিক্রয় (অনলাইন অথবা টেকএওয়ে) করতে পারবে;
* আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু থাকবে এবং বিদেশগামী যাত্রীগণ তাদের আন্তর্জাতিক ভ্রমণের টিকেট ও প্রমাণক প্রদর্শন করে গাড়ি ব্যবহারপূর্বক যাতায়াত করতে পারবেন;
* স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে মসজিদে নামাজের বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্দেশনা প্রদান করবে;
* ‘আর্মি ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার’ বিধানের আওতায় মাঠ পর্যায়ে কার্যকর টহল নিশ্চিত করার জন্য সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেনা মোতায়েন করবে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্থানীয় সেনা কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;
* জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সমন্বয় সভা করে সেনাবাহিনী, বিজিবি, কোস্টগার্ড, পুলিশ, র‌্যাব ও আনসার নিয়োগ ও টহলের অধিক্ষেত্র, পদ্ধতি ও সময় নির্ধারণ করবেন। সে সঙ্গে স্থানীয়ভাবে বিশেষ কোনো কার্যক্রমের প্রয়োজন হলে সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিবেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;
* জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করবে; এবং
* সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮-এর আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীকে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করবেন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আজ এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

#

রেজাউল/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২১/১৩৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                           নম্বর : ৩২৩১

**রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত**

জেনেভা, ১৩ জুলাই :

অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পক্ষে জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং বাংলাদেশে আশ্রিত জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে দ্রুত পুনর্বাসনের মাধ্যমে চলমান রোহিঙ্গা সংকট সমাধান করা সম্ভব। এ প্রেক্ষিতে, গতকাল জেনেভায় মানবাধিকার পরিষদের ৪৭-তম অধিবেশনে রোহিঙ্গা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে প্রবেশের পর জেনেভাস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় এই প্রথম কোন প্রস্তাব বিনা ভোটে জাতিসংঘে গৃহীত হলো। সেই বিবেচনায় এবারের প্রস্তাবটি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় মাইলফলক।

মানবাধিকার পরিষদের চলমান অধিবেশনে বাংলাদেশের উদ্যোগে ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-এর সকল সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গা মুসলিম ও মিয়ানমারের অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার পরিস্থিতি শীর্ষক প্রস্তাবটি পেশ করা হয়। মিয়ানমারের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শুরু থেকেই প্রস্তাবের বিভিন্ন বিষয়ে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে প্রবল মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে, নিবিড় ও সুদীর্ঘ আপস-আলোচনা শেষে প্রস্তাবটি গতকাল জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রস্তাবটির ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে জেনেভাস্থ জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, মানবিক বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্মম নির্যাতনের শিকার রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশের সীমানা উম্মুক্ত করে দেন। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, গত চার বছরেও মিয়ানমারের অসহযোগিতা ও অনীহার কারণে অদ্যাবধি জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু করা সম্ভব হয়নি।

রাষ্ট্রদূত রহমান আরো বলেন, জাতিসংঘের আলোচ্যসূচিতে রোহিঙ্গা সংকট সমাধান ও রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার সুরক্ষার বিষয়টি সক্রিয় আলোচনায় রাখা প্রয়োজন। কেবল মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বিশ্ব সম্প্রদায়ের রোহিঙ্গাদের প্রতি মনোযোগ হারানো উচিত হবে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে পূর্ণ নিরাপত্তা ও সম্মানের সাথে নিজেদের আবাসস্থলে ফেরত পাঠানোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দৃশ্যমান ও কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

প্রস্তাবটিতে বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় প্রদান করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। এছাড়া, তাদের মিয়ানমারে ফেরত যাওয়া পর্যন্ত এ গুরুভার বহনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখার আহ্বান জানানো হয়।

গৃহীত এ প্রস্তাবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যৌন অপরাধসহ সকল প্রকার নির্যাতন, মানবতা-বিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ও দায়ী ব্যক্তিদের জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার আওতায় আনা ও তদন্ত প্রক্রিয়া জোরদার করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত এবং আন্তর্জাতিক আদালতে চলমান বিচার প্রক্রিয়াকেও সমর্থন জানানো হয়। এছাড়া, প্রস্তাবটিতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলমান সকল প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে এরূপ পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের এখতিয়ারের কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

#

অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২১/১৩৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৩০

**বরিশাল জেলায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত গণমাধ্যম কর্মীর মাঝে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা সামগ্রী বিরতণ**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই):

বরিশাল বিভাগের কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারের ত্রাণসামগ্রী বিতরণ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বরিশাল জেলায় করোনাকালিন সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় ১০৬ জন গণমাধ্যম কর্মীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বরিশালে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এসব পণ্য সামগ্রী গতকাল বিতরণ করেন বরিশাল জেলা প্রশাসক জসীম উদ্দীন হায়দার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বরিশাল মেট্টোপলিটন প্রেসক্লাব এর সভাপতি কাজী আবুল কালাম আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ খলিলুর রহমান।

বরিশাল জেলা তথ্য এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২১/১৩২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩২২৯

**করোনায় কর্মহীন ও অসহায় মানুষের মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ প্রতিরোধে চলমান কঠোর লকডাউনের মধ্যে সারাদেশে অসহায়, কর্মহীন ও বিভিন্ন শ্রেণির প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে সরকারি ত্রাণসামগ্রী গতকাল বিতরণ করা হয়েছে।

খুলনায় কর্মহীন হয়ে পড়া ৪৩০ জন পরিবহন শ্রমিক এবং ১১৫ জন হতদরিদ্র ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে খাদ্য সহায়তা হিসেবে ১০ কেজি চাল, দুই কেজি আলু, ৫০০ গ্রাম ডাল, ৫০০ মিলি তেল ও একটি সাবান বিতরণ করা হয়। মাগুরা জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের উদ্যোগে ৯ হাজার ২ শত টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের প্রত্যেকটির মাঝে ১০ কেজি করে চাল এবং ভিজিএফ (খাদ্যশস্য) বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় আরো ২ হাজার ৫০০টি উপকারভোগী পরিবারের প্রত্যেকটির মাঝে ১০ কেজি করে চালের প্যাকেট বিতরণ করা হয়। এছাড়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে ৮৫০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগেও এক হাজার জন দোকানদার ও কর্মচারী, চা বিক্রেতা সহ অন্যান্য পেশাজীবী মানুষের মাঝে প্রতিজনকে ১০ কেজি করে চাল ও তিনশত করে টাকা দেওয়া হয়েছে। কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ২০০টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মধ্যে ২ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়। এছাড়া ভিজিএফ (খাদ্যশস্য) বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় ৩ হাজার টি উপকারভোগী পরিবারের মাঝে ৩০ মেট্রিক টন চাল এবং আরো ১০০ জনের মধ্যে নগদ ৮৩ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়।

বান্দরবান জেলা প্রশাসন কর্তৃক জেলার ২৯২ জন অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে সম্প্রতি ১০ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ লিটার তেল, ২ কেজি আলু,  ১ কেজি লবণ ও ১ কেজি চিড়া বিতরণ করা হয়। এছাড়া রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার সাপছড়ি ইউনিয়নে করোনায় কর্মহীন ৪৭১টি পরিবারের মাঝে ৫০০ টাকা হারে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়।

নোয়াখালী জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলায় ৪ হাজার পরিবারের মাঝে ১০ কেজি হারে ৪০ মেট্রিক টন চাল এবং পৌর এলাকাসমূহে ৮০০ পরিবারের মাঝে ৫০০ টাকা হারে নগদ ৪ লাখ টাকা বিতরণ করেছে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস। লক্ষ্মীপুর জেলায় ৫০০ পরিবারের প্রতি পরিবারকে ১০ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি লবণ ও ১ লিটার সয়াবিন তেল প্রদান করা হয়।

এছাড়া গতকাল নরসিংদী জেলায় ২৪ মেট্রিক টন চাল এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৯২৩টি পরিবার ও ৪ হাজার ৬১৫ জন ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। গোপালগঞ্জ জেলায় ৫৫ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয় এবং ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ১ হাজার ৪৫৫টি পরিবার ও ৬ হাজার ৫৪৮ ব্যক্তি কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। শরীয়তপুর জেলায় ১ হাজার ২০টি পরিবারের মাঝে ১০ মেট্রিক টন ২০০ কেজি চাল বিতরণ করা হয়। কিশোরগঞ্জ জেলায় ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ৪৮২টি পরিবার ও ২ হাজার ৪১০ জন ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

#

অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২১/১২৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩২২৮

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্যারিসে**

**স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্ত**

প্যারিস, ১৩ জুলাই :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন এর অংশ হিসেবে প্যারিসে বাংলাদেশ দূতাবাস, এর উদ্যোগে ও ফরাসি ডাক বিভাগ ‘La poste’-এর সহায়তায় স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্ত করা হয়। গতকাল La poste - এর সদর দপ্তরে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ফরাসি ডাক বিভাগ ‘La poste’ এর ডাক টিকেট প্রকাশনা বিভাগ ‘Philaposte’ এর পরিচালক Gilles LIVCHITZ এবং ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন যৌথভাবে স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্ত করেন। কোভিড অতিমারির কারণে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে এ আয়োজনে দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা এবং ‘Philaposte’ এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং প্রবাসী বাংলাদেশি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, বঙ্গবন্ধু আজীবন সারাবিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের পক্ষে তাঁদের অধিকার আদায়ের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ, জীবনদর্শন সারাবিশ্বের স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠির কাছে পৌঁছে দিতে দূতাবাসের চলমান উদ্যোগের মধ্যে এটি অন্যতম। এ স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশনা জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রদূত এই প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

Philaposte এর পরিচালক Gilles LIVCHITZ বলেন, তিনি এ মহৎ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পেরে গর্বিত। এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় তাঁরাও বঙ্গবন্ধুর মত একজন মহান ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর জীবনাদর্শ সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পেরেছেন। এ ডাক টিকেট ফরাসি জনগণের কাছে বাংলাদেশের জাতির পিতাকে আরো সুপরিচিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তিনি এ ডাক টিকেট এর ব্যবহারিক নানা বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি আরো বলেন, এই ডাক টিকেট নিত্য ব্যবহার্য ডাক টিকেট, কেবল স্মারক ডাক টিকেট নয়। এর মাধ্যমে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে এবং বিশ্বের যে কোনো দেশে চিঠি ও পার্সেল প্রেরণ করা যাবে। বিখ্যাত বাংলাদেশি চিত্রশিল্পী শামসুদ্দোহা-র আঁকা বঙ্গবন্ধুর একটি প্রতিকৃতি এই স্মারক ডাকটিকেট এ ব্যবহার করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে রাষ্ট্রদূত ‘Laposte’ কে ডাক টিকেট এর একটি অনুকৃতি (replica) উপহার হিসেবে প্রদান করেন যা ‘Laposte’ এর সদর দপ্তরে প্রদর্শন ও সংরক্ষণ করা হবে। এছাড়াও রাষ্ট্রদূত বঙ্গবন্ধুর লেখা ‘কারাগারের রোজনামচা’-র ফরাসি সংস্করণ ‘Journal de Prison’ এবং জাতিসংঘের সকল দাপ্তরিক ভাষা ও বাংলায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ এর সংকলন ‘The Historic 7th March speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman-A World Documentary Heritage’ শীর্ষক বই দুইটি ‘Laposte’ কে উপহার হিসেবে প্রদান করেন।

#

অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২১/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২২৭

**জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ এর টিকা সংক্রান্ত তথ্য পাঠানোর সময়সীমা বৃদ্ধি**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই):

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর সংক্রমণরোধ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সকল কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ এর টিকা সংক্রান্ত তথ্য পাঠানোর সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগামী ১৯ জুলাইয়ের মধ্যে টিকা সংক্রান্ত তথ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর নতুন সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। সকল শিক্ষার্থীকে টিকা কার্যক্রমের আওতায় আনার লক্ষ্যে ১২ জুলাই থেকে এক সপ্তাহ সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

নতুন নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী আগামী ১৯ জুলাইয়ের মধ্যে এই লিংকে <http://103.113.200.29/student_covidinfo/> প্রবেশ করে তথ্যছক পুরণ করে সাবমিট করার জন্য শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত জরুরি বিবেচনায় অধিভুক্ত কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দকে স্ব স্ব কলেজের তথ্যছক পুরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুরোধ করা হয়েছে।

#

ফয়জুল/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২১/১২০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২২৬

**কাঁটাবন মার্কেটের মাছ ও পশু-পাখির জীবন রক্ষার উদ্যোগ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই):

করোনা সংক্রমণ রোধে সরকার ঘোষিত চলমান বিধি-নিষেধকালে রাজধানীর কাঁটাবন মার্কেটে বিদ্যমান জীবন্ত শোভাবর্ধক মাছ ও পশু-পাখির জীবনরক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে কাঁটাবন মার্কেটের মাছ ও পশু-পাখির দোকানগুলো চলমান বিধি-নিষেধের মধ্যে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যা অন্তত ২ (দুই) ঘন্টা করে খোলা রাখার ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ পুলিশকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে চিঠি দিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের তাৎক্ষণিক নির্দেশে সোমবার এ সংক্রান্ত চিঠি জারি করেছে মন্ত্রণালয়। কাঁটাবন মার্কেটের অ্যাকুয়া ও পেটস অ্যাসোসিয়েশন এ বিষয়ে মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর পাঠানো এ সংক্রান্ত চিঠিতে বলা হয়, করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে চলমান বিধি-নিষেধকালে কাঁটাবন মার্কেটের পশু-পাখি ও মাছের দোকানগুলো সংকটে পড়েছে। দোকানগুলোতে বিদ্যমান জীবন্ত শোভাবর্ধক মাছ ও পশু-পাখিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিয়মিত খাদ্য, পানি ও রোগ প্রতিরোধক টিকা ও ঔষধ সরবরাহ করতে হয়। পাশাপাশি পরিচর্যা এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করাও আবশ্যক। চলমান বিধি-নিষেধের মধ্যে এসকল কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হওয়ায় পশু-পাখি ও মাছ মারা যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে মাছ ও পশু-পাখির জীবন বাঁচাতে কাটাবন মার্কেটের সংশ্লিষ্ট দোকানগুলো দিনের নির্দিষ্ট সময় খোলা রাখার ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

এ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, কাঁটাবন মার্কেটে বিদ্যমান বিভিন্ন পোষা প্রাণি ও শোভাবর্ধক মাছের জীবন রক্ষার্থে আমরা চলমান বিধি-নিষেধের মধ্যেও দোকানগুলো প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য খোলা রাখার উদ্যোগ নিয়েছি। এতে পশু-পাখি ও মাছের খাবার দেওয়া, জীবন রক্ষাকারী টিকা ও ঔষধ দেওয়া, আলো-বাতাস প্রবেশের সুযোগ দেওয়া এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হবে। ফলে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে পশু-পাখি বা মাছ মারা যাবে না। এ বিষয়ে আমাদের সর্বোচ্চ সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, গতবছরও লকডাউনের মধ্যে কাঁটাবন মার্কেট সরেজমিনে পরিদর্শন করে মাছ ও পশু-পাখির জীবন বাঁচাতে নির্ধারিত সময় দোকান খোলার রাখার উদ্যোগ নিয়েছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী।

#

ইফতেখার/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২১/১০৩০ ঘণ্টা